গাংনীতে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৫

মেহেরপুরের গাংনীতে ২৪ ঘন্টার অভিযানে ৫ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গত বুধবার রাত থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।

গ্রেফতারকৃত আসামীরা হলেন, গাংনীর আমতৈল গ্রামের মৃত আতাহার মন্ডলের ছেলে মোঃ কামরুজ্জামান মন্ডল (৫১), সাহারবাটি গ্রামের মৃত আমীর আলীর ছেলে মোঃ আজমত আলী(৪৭), পুরাতন মটমুরা গ্রামের মৃত জায়েদ আলীর ছেলে মোঃ আনারুল ইসলাম, ধানখোলা গ্রামের আনছার আলীর ছেলে মোঃ লিটন বেপারী এবং তার স্ত্রী মোছাঃ বিথীয়ারা খাতুন বিথী।

গ্রেফতারকৃত আসামীকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জেলা সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী।

দুই মাস ধরে পানিবন্দী শতাধিক পরিবার

মেহেরপুরে চলতি বর্ষায় অতিবৃষ্টিতে পানির নিচে ডুবে গেছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রাম। প্রায় দুই মাস ধরে জলাবদ্ধতায় বন্দী হয়ে পড়েছেন এই গ্রামের তিন শতাধিক পরিবার। ভুক্তভোগীদের দাবী পানি নিস্কাশনে ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও কালভার্ট নির্মাণের। এতোদিন খোজ না নিলেও ইউপি চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন আশ্বাস দিয়েছেন অল্পদিনের মধ্যে বিষয়টি সূরাহা করা হবে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, বাড়ির চুলা, টয়লেট এমনকি পানির একমাত্র উৎস টিউবওয়েল পর্যন্ত পানির নিচে। রান্না করতে না পেরে কেউ কেউ শুকনো খাবারেই কাটাচ্ছেন দিন। অনেকে আবার বাধ্য হয়ে চলে গেছেন আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে। এসব পরিবারের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে শিশুদের। রাস্তা পানির নিচে থাকায় কোমলমতি শিক্ষার্থীরা এখন আর বেরোতে পারে না। স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নেমে এসেছে আশঙ্কাজনক হারে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, সীমান্তবর্তী রাস্তায় কোনো কোনো কালভার্ট না থাকা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় এই দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। পানি বের হওয়ার পথ নেই।

দীর্ঘদিন পানিবন্দী থাকায় চর্মরোগসহ নানা স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ছেন নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ ও শিশু। দ্রুত পানি নিস্কাশনের উদ্যোগ না নিলে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী। এদিকে পানির দুর্গন্ধে মশা মাছির উপদ্রব বেড়েছে কাজিপুর মিলেটারি পাড়ায়। পানিতে চলাচল করে অনেকের পায়ে দেখা দিয়েছে চর্মরোগ। তবে এখনও পানিবন্দী মানুষের পাশে দাড়াইনি সরকারি-বেসরকারি কেউ। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কেউ তাদেও খোজখর না নেয়ায় হতাশ ভুক্তভোগীরা। তবে দ্রুত পানি নিষ্কাশনের দাবী করেন পানিবন্দী পারিবারগুলি।

এবিষয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য ফারুক হোসেন জানান, ইউনিয়ন পরিস্থিতি সমন্ধে পর্যবেক্ষণ করেছি। ইউএনও’র সাথে পরামর্শ করে এই জনদূর্ভোগ লাঘবে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুহা: আলম হুসাইন বলেন, বিষয়টি আমি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করেছি। খুব দ্রুতই একটি সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে। ড্রেন ও কালভার্ট নির্মাণের পরিকল্পনা আছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন, আমি মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রতিবেদকের কাছ থেকে পানিবন্দীর বিষয়টি জানতে পেরে উক্ত কাজিপুর গ্রামে সরেজমিনে গিয়ে দেখে এসেছি। অনেক পরিবারই এখনও পানিবন্দী। দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হবে।

[redacted]

[redacted]

রেকর্ড এন্ড ইকুইজেশন বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রতিনিধি ও মেহেরপুর সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী। এসময় গাংনী বাজারের বিশিষ্ট জন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

সড়ক বিভাগের সাব ডিভিশনাল প্রকৌশলী (এসডি) মিজানুর রহমান বলেন, আমরা যৌথভাবে তদন্ত করেছি। এই তদন্ত টিমের প্রধান রিপোর্ট লিখবেন। সেই রিপোর্টের প্রেক্ষিতে যত দ্রুত সম্ভব যৌথ পরিমাপ করে বিষয়টি চুড়ান্ত করার জন্য সুপারিশ করবেন। তিনি বলেন, জেলা পরিষদের দাবি একটা প্লট, আর আমাদের দাবি আরেকটা প্লট। আসলে ওদের (জেলা পরিষদের) কাগজপত্র যেটা ওদের কাগজপত্র অনুযায়ী ওদের প্লট যেটা আমরা সেটা চাইনি। আমরা যেটা চাচ্ছি জেলা পরিষদ সেটা মানছেন না। এসডি মিজানকে প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনারা নিজেদের জমি চাইলে জেলা পরিষদ মানবেনা কেনো? এব্যাপারে তিনি বলেন, আমরা আমাদের জমি চাচ্ছি, জেলা পরিষদের আটকানোর বিষয়ও না, কিন্তু তারা যৌথ পরিমাপ করছেনা। যৌথ পরিমাপ করলেই তো বোঝা যেতো এটা আমাদের নাকি তাদের প্লট।

সড়ক বিভাগের জায়গা ফেলে রেখে জেলা পরিষদের জমিতে যেতে চাচ্ছেন কেনো এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এব্যাপারে কোনো কথা বলার এখতিয়ার আমার নেই। আমি কোনো কথা বলবোনা। এটা এখন ডিডি সহ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বিষয়। তারা জ্যান্ডিলিংখ করছে আপনি তাদের কাছে প্রশ্ন করেন।

পৌর বিএনপি’র নতুন সভাপতি মেঘলা, সম্পাদক সাইদুল

দীর্ঘ ১৬ বছর পর উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল। গতকাল শুক্রবার সকাল ১১টায় গাংনী পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন ও পাইরা উড়িয়ে কাউন্সিলের উদ্বোধন করা হয়।

গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র কাউন্সিল উপলক্ষে আলোচনাসভা

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ষোল বছর পর গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল উপলক্ষে সম্মেলন শুরু হয়েছে।

জাতীয় ও দলিয় পতাকা উত্তোলন ও গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে শান্তির প্রতিক কবুতর উড়িয়ে সকাল ১১ টার সময় দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিলের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র নির্বাহী কমিটির স্থানীয় বিষয়ক সম্পাদক, সাবেক এমপি অধ্যক্ষ সোহরাব হোসেন ও উদ্বোধক মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সচীব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, সদস্য আলমগীর খান সাতু, ইলিয়াস হোসেন, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, হাফিজুর রহমান হাফি, হািমিদুল হক, রেজাউল হক, আখেরুজ্জামানসহ বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ।
গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক টিমের আহ্বায়ক সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে কাউন্সিল উপলক্ষে আলোচনা সভায় উদ্বোধক জাভেদ মাসুদ মিল্টন উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

দীর্ঘ ১৬ বছর পর গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথম অধিবেশনে আলোচনা সভা ও দ্বিতীয় অধিবেশনে কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে।

জলাবদ্ধতা ও হাটের দখলে ব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম

বর্ষাকালে হাটু পানিতে জলাবদ্ধতা ও সপ্তাহে দুদিন হাট বসে বিদ্যালয় মাঠে। এ দুই ভোগান্তিতে বিপর্যয়ে মেহেরপুরের গাংনী

প্রতি প্রকল্প থেকে পিআইও’র কমিশন ১৫ শতাংশ!(২য় পর্ব)

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলাতে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে টিআর, কাবিখা-কাবিটা প্রকল্পের প্রায় সাড়ে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দের অধিকাংশ টাকা হরিলুটের অভিযোগ উঠেছে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) মনসুর রহমানের বিরুদ্ধে।

প্রতিটি প্রকল্পে ১৩ থেকে ১৫ শতাংশ কমিশন নিয়ে পিআইসি সভাপতিদের দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন অধিকাংশ পিআইসিরা।

এ ধরণের অভিযোগের ভিত্তিতে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান টিম গত এক সপ্তাহ ধরে গাংনী উপজেলার বেশ কিছু ইউনিয়নের প্রায় ২০টি প্রকল্প পরিদর্শন করে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রমান পেয়েছে। ১ম পর্বে ডিসি ইকোপার্কের ৬টি প্রজেক্টের বরাদ্দের অনিয়ম নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে গাংনী উপজেলার মটমুড়া, রাইপুর, সাহারবাটি, কাথুলী ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শন, স্থানীয় জনগণ ও পিআইসি সভাপতির সাথে কথা বলে পিআইও মনসুর রহমানের আরও অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র উঠে এসেছে।

কাবিটা-কাবিখা প্রকল্পের ১ম ও ২য় কিস্তির কাজ চলতি বছরের ৩০ এপ্রিলের মধ্যে এবং ৩য় কিস্তির কাজ চলতি বছরের ১৫ মে’র মধ্যে বাস্তবায়ন করার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু গেল অর্থবছরে কোন কাজ না করে ১ম ও ২য় কিস্তির পুরোটাকা উত্তোলন করেছেন। তবে ৩য় কিস্তির টাকা উত্তোলন করার চেষ্টা করলেও ইউএনও’র হস্তক্ষেপে ৬৭টি প্রকল্পের টাকা পিআইসি সভাপতিদের নামে পে অর্ডার করে রেখেছেন।

গাংনী প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে কাবিটাতে ৭৮টি প্রকল্পের অনুকুলে ২ কোটি ৪০ লাখ ৫৩৭২ টাকা, টিআরের ১২৫টি প্রকল্পের অনুকুলে ২ কোটি ১৬ লাখ ৬৭২৪ টাকা এবং কাবিখার ৪৭টি প্রকল্পের অনুকুলে ১৩৬ মেট্রিক টন চাল এবং ১৩৬ মেট্রিক টন গম, যার বাজার মূল্য প্রায় ৯০ লাখ টাকা।

জানালেও কতটাকার কাজ সেটা জানাতে পারেননি।

রায়পুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড সালদহ গ্রামের ফজলুর বাড়ি থেকে ঠান্ডুর বাড়ি অভিমুখী এইচবিবিকরণ, প্যালাসাইডিং ও মাটি ভরাট ৪ লাখ ১৯ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তবে এখনো কোন কাজ করা হয়নি।

প্রকল্পের সভাপতি প্যানেল চেয়ারম্যান সারজিদুল ইসলাম বলেন, পিআইও অতি চালাক মানুষ। সময় শেষের দিতে ইউএনও স্যারকে বলে টাকাটা তুলে নিয়েছে যাতে ফেরৎ না যায়। সেই টাকা আমরা পেয়েছি ২৬ তারিখে। যে কারণে কাজ করতে পারিনি। তবে টাকা দেওয়ার আগে প্রতিটি কাজের জন্য ১৪ পার্সেন্ট করে কেটে নিয়েছে। বৃষ্টি ছাড়লেই কাজটা শুরু করবো।

মটমুড়া ইউনিয়নের মটমুড়া গ্রামের ঈদগাঁ পাড়া ঈদগাঁয়ের ব্রিকসাইডিং নির্মাণ ও মাটির কাজ বরাদ্দ ১২ মেট্রিক টন চাউল, ওই হিসেবে ৪ লাখ ৫৬ হাজার টাকা। এ প্রকল্পে শুধুমাত্র প্যালাসাইডিংয়ের কাজ হয়েছে মাটি দেওয়া হয়নি।

তবে, এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মনসুর রহমানের সাথে। কাজ হয়নি স্বীকার করে তিনি বলেন, ‘৩০ জুনের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত কাজ করতে পারবো।’

কাজ না করে টাকা উত্তোলনের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘জুনের মধ্যে টাকা তোলার নিয়ম আছে তাই ২৬ জুন টাকা উত্তোলন করেছি। ৩য় কিস্তির ৬৭টি প্রকল্পের বিলের চেকও দেখান তিনি। তবে ১ম ও ২য় কিস্তির বিল উত্তোলনের কথা বলতে তিনি পিআইসির মাধ্যমে বিল উত্তোলন করা হয়েছে।” তবে ১৫ শতাংশ কমিশন নেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: আনোয়ার হোসেন মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, ‘আমি মে মাসে জয়েন করেছি। তার আগে এ প্রকল্পগুলো গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অর্থ নয়ছয় হচ্ছে এমন কিছু অভিযোগ পেয়ে আমি পিআইওকে বলেছি পুরো কাজ বুঝে নেওয়া হবে। ৩য় কিস্তির টাকা উত্তোলন করে পে-অডার করে রাখার নির্দেশে আমি দিয়েছি এবং পিআইসি সভাপতিদের বলেছি সরকারি টাকা তছরুপাত করা যাবে না। তবে, প্রকল্পের কাজ স্টিমেট অনুযায়ী বুঝে নেওয়া হবে। বুঝে না পেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

আগামী পর্বে পড়ুন পিআইসি মনসুর রহমান এই প্রকল্পগুলো থেকে কমিশন

নিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে কি করেছেন, কাকে কাকে কমিশনের ভাগ দিতে হয়েছে। এমনকি পিআইও কিছু পিআইসিকে নাম মাত্র সভাপতি কেন পুরো কাজ নিজেই করছেন। এবং গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বরাদ্দকৃত সরকারি টাকা এভাবে লুটপাট করায় সংশ্ষ্টি কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত পিআইও’র বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন তাও দেখতেও চাই সাধারণ মানুষ। আমরা এমন কিছু মানুষের বক্তব্যও তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

গাংনীতে মাদককান্ডে এক ব্যাক্তির জেল ও জরিমানা

মাদক সেবন ও সংরক্ষণ করার অপরাধে গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামে আবু সাঈদ (৪৫) নামের এক মাদকাসক্তকে ২০ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ১০০ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন।

গতকাল বুধবার বিকালে তেরাইল গ্রামে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে এই দন্ডাদেশ দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

আবু সাঈদ তেরাইল গ্রামের ইউনুস আলীর ছেলে। এর আগে মেহেরপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম অভিযান চালিয়ে ১ পুরিয়া গাঁজাসহ আবু সাঈদকে আটক করেন।

ভ্রাম্যমান আদালত সূত্র জানান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৪২(১) ধারায় অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে অর্থদন্ড ও কারাদন্ড প্রদান করা হয়। বিকালেই তাকে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেওয়া হয়।

গাংনীতে বিএনপি’র বিজয় শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত

গণ-অভ্যুত্থান দিবসের বছরপূর্তি উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনীতে বিশাল বিজয় শোভাযাত্রা ও পথসভা করেছে উপজেলা ও পৌর বিএনপি।

গতকাল বুধবার বিকাল সাড়ে ৫টায় গাংনী উপজেলা বিএনপি কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে শোভাযাত্রাটি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বড় বাজারে গিয়ে শেষ হয়।

সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনের নির্দেশে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে অংশ নেন বিভিন্ন ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতাকর্মীরা। বিভিন্ন এলাকা থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল এসে একত্রিত হয় মূল শোভাযাত্রায়।

শোভাযাত্রা শেষে বড়বাজার এলাকায় সংক্ষিপ্ত পথসভায় বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি সাজেদুর রহমান বুলবুল, বিএনপি নেতা

মোস্তাফিজুর রহমান, পৌর বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি সুজন মাহমুদ, আবুল কালাম আজাদ, সিরাজুল ইসলাম, ইয়ামিন বাবলু প্রমুখ। এসময় বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী এতে অংশ নেন।

গাংনীতে গণছিনতাই ও পৃথক মামলায় গ্রেফতার-৮

মেহেরপুরের গাংনী-ধানখোলা সড়কে গণছিনতাইয়ের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় সন্দেহভাজন ৫ জন এবং অপর একটি ছিনতাই মামলায় যৌথবাহিনীর অভিযানে আরও ৩ জনসহ মোট ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে এবং গাংনী থানা পুলিশের একাধিক টিম পৃথক

পৃথক অভিযান চালিয়ে এই আটজনকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন—গাংনী উপজেলার মাঠপাড়া এলাকার কামরুজ্জামান শিহাব, সাকিব হোসেন, মুরছালিন, সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের মিকাইল হোসেন এবং জাহিদ হোসেন। অপরদিকে গাংনীর তেরাইল গ্রাম থেকে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বাধীন যৌথবাহিনীর অভিযানে গ্রেফতার হন রুবেল হোসেন, ফিরোজ হোসেন এবং সোহাগ হোসেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, গ্রেফতারকৃতরা সকলেই গাংনী-ধানখোলা সড়কের গণছিনতাই এবং পৃথক আরেকটি ছিনতাই মামলার সন্দেহভাজন আসামি। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৯ টার সময় গাংনী-ধানখোলা রাস্তায় গণছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জানিয়েছে, ছিনতাইকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।